

বিশ্ব মনীষীদের
দৃষ্টিতে

বৌদ্ধ ধর্ম

BUDDHISM

in the Eyes of
Intellectuals



কে. শ্রী ধর্মানন্দ
K. Sri Dhammananda



লেখক পরিচিতি

ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যায় পৃথিবীর প্রতি দেশে এবং প্রতি সমাজে যুগে যুগে একজন না একজন ধর্মগুরু আবির্ভূত হয়েছেন। ধর্মকে রক্ষা করেছেন এবং নতুন পথের দিশা দিয়েছেন। এ দিশা অনুসরণ করেই জনমানস

নব নব ভাবধারায় এবং আদর্শে সমৃদ্ধ হয়েছে। জাগ্রত হয়েছে গণচেতনা। স্তম্ভ সমাজ জীবন গতি লাভ করেছে।

মালয়েশিয়ার নায়ক মহাথেরো ডঃ কে, শ্রী ধর্মানন্দ জন্মগ্রহণ করেন দক্ষিণ শ্রীলংকার মাতারস্থ কিরিভী গ্রামের ধর্মপ্রাণ কে, জি, গামাগে পরিবারে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ১৮ মার্চ। পরিবারে ৩ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনিই বড়। শ্রীলংকার প্রথানুসারে নামের অগ্রভাগে গ্রামের নামের প্রথম অক্ষর যথা কিরিভি গ্রামে জন্মেছে সে কারণে 'কে' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ ইংরেজ প্রভাবিত অঞ্চল বিধায় তাঁর নাম রাখা হয় মার্টিন। বাল্যকাল হতে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন তাঁর পরম জননী ও স্থানীয় বিহারের অধ্যক্ষ তাঁরই কাকার অনুপ্রেরণায়। ১২ বছর বয়সে তিনি প্রব্রজিত হয়ে নাম রাখা হয় ধর্মানন্দ। কোটাউহলা বিহারাধ্যক্ষ কে, রত্নপালার উপধ্যায়ে উপসম্পাদিত হন ২২ বছর বয়সে। তদপূর্বেই ১৯৩৫-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই তিন বছর তিনি শ্রী ধর্মারামা পিরিরে, রত্নামাল ও কলম্বোর বিদ্যাবর্ধন ইনস্টিটিউটে শিক্ষা গ্রহণ করার পর কেলেনিয়ার বিদ্যালঙ্কার পরিবেনে ৭ বছর সংস্কৃত, পালি ত্রিপিটক ও বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং দর্শন, পালি, সংস্কৃত ও সিংহলী ভাষায় স্নাতক হন এবং উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি, সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিল অপরিসীম। তিনি সিংহলী, পালি, সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজী, চীনা ও মালয়েশীয় ভাষাবিদ। বিভিন্ন ভাষায় তিনি অনেক পুস্তক ও সহস্রাধিক বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। এই মহাপুরুষ মালয়েশিয়ায় ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। 'ভয়েস অব বুডিজম' সাময়িকী রিপোর্ট অনুসারে তিনি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৭ জন সদস্য নিয়ে কুয়ালালামপুর বুডিস্ট মিশনারী সোসাইটি শুরু করেন। উক্ত সোসাইটির রজত জয়ন্তীর সময় মালয়েশিয়ায় ও দেশ বিদেশের খেরবাদী ও মহাযানী আজীবন সদস্য হন ৭ হাজারেরও বেশি। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধগয়াস্থ আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক পদে ভূষিত করে ডঃ কে. শ্রী. ধর্মানন্দ মহাথেরোর গুণকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

সুমন বড়ুয়া

বিপাশা বড়ুয়া

১৪১ বাই লেইন, হাই লেবেল রোড,
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

বিশ্ব মনীষীদের দৃষ্টিতে

বৌদ্ধ ধর্ম BUDDHISM in the Eyes of Intellectuals



Sir Edwin Arnold

Prof. T. W. Rhys
Davids

Albert Einstein

Aggamahapandita
Ven. Prof. Dr.
Walpola Sri Rahula
Maha Thera

কেন এই প্রকাশনা :

বৌদ্ধ ধর্ম ও তার স্রষ্টা সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করা এবং নব প্রজন্মকে বুদ্ধ ধর্মের মূল স্রোতধারায় প্রবাহিত করার লক্ষ্যে এ প্রকাশনা। মালয়েশিয়ার নায়ক মহাথেরো ডঃ কে, শ্রী ধম্মানন্দ জে এস এম, ডি.লিট এর কয়েকটা ছোট বইয়ের মধ্যে ‘Buddhism in the Eyes of intellectuals’ বইটি বারবার পড়ে সাধারণের পাঠযোগ্যের অভিপ্রায়ে বঙ্গানুবাদ করার ইচ্ছা পোষণ করলে নালন্দা লাইব্রেরীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী অধ্যাপক বিপুল বড়ুয়া বিশ্বনাগরিক অধ্যাপক ডঃ ধর্মকীর্তি ভিক্ষু রচিত ‘বুদ্ধ বাণী এবং বিশ্ব মনীষীদের দৃষ্টিতে বৌদ্ধ ধর্ম’ বইটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, কিছু কিছু বাংলা হয়তো এই বইতে পেতে পারেন। আমি একটি বই কিনে নিই এবং বঙ্গানুবাদে শব্দ চয়ন অতীব সুন্দর ও চমৎকার হয়েছে দেখে যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছি বিধায় পূজনীয় ভক্তকে বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই পুস্তিকাটি আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু সারমর্ম বিশাল হওয়ায় প্রকাশনার জন্য আমাকে যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছেন পরম সুহৃদ ‘সাইন গ্রুপ অব কোম্পানীজ’ এর চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মৃনাল কান্তি বরুয়া ও কানুনগোপাড়া ড. বি.বি. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সিনিয়র শিক্ষক শ্রদ্ধাভাজন কাকা বাবু শীলানন্দ বড়ুয়া। উল্লেখ্য প্রকাশনার পথকে সুগম করার লক্ষ্যে চন্দনাইশ উপজেলার দক্ষিণ হাশিমপুর গ্রামের পরলোকগত বাবু সুসেন বড়ুয়ার সুযোগ্য ওয় পুত্র উদার শুভার্থী, প্রীতিভাজন বাবু সুজন বড়ুয়া বইয়ের ভেতরের কাগজ দিয়ে তার মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কামনা করি তার নিরাময় সুস্থ-সুন্দর জীবন। তাছাড়া আমার জীবন যুদ্ধের সহযোদ্ধা মিসেস রাখী বড়ুয়া, আমার মেয়ে ববি, উর্মি, ছেলে শান্তনু বড়ুয়া বাবলু’র উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে করেছে উদ্দীপ্ত। তাই সবার কাছে কৃতজ্ঞ। সকলের সুখ কামনা করে ও সকলেই শত্রুমুক্ত হোক— এ প্রত্যাশায়।

জিনাংসু বড়ুয়া

নির্বাহী সম্পাদক, মুক্তকথা

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলাধীন বৈদ্যপাড়া গ্রামে জন্মজাত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিবিধ গ্রন্থের রচয়িতা, সমাজ সংস্কারক, আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া; তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ গগণে বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতি চর্চার রূপকার, বৌদ্ধ দর্শনের গভীর তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহকারী, বৌদ্ধ সমাজকে অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে আলোর পথের দিশারী, বহু মূল্যবান গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদক, মায়ানমার (বার্মা) বৌদ্ধ মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাণগত অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্জালোক মহাস্থবির; পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়ার একমাত্র সুযোগ্য সন্তান, ‘মহাবর্গ’, ‘বুদ্ধের অভিযান’ সহ বিবিধ গ্রন্থের যশস্বী লেখক, সংগঠক, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সেবাসদনের অন্যতম প্রাণপুরুষ, আমার পিতামহ নির্বাণগত প্রজ্জানন্দ মহাস্থবির; তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিক্ষাবিদ স্বর্গীয় বীরেন্দ্র সেবক বড়ুয়া ও পিতামহী স্বর্গীয়া কালীতারা বড়ুয়া, রাউজান উপজেলাধীন পূর্বগুজরা ভগীরথ নগর নিবাসী, তৎকালীন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক, সমাজকর্মী মাতামহ কালগত ডাঃ প্রসন্ন কুমার বড়ুয়া, স্বর্গীয়া মাতামহী সরোজিনী বড়ুয়া, যাঁদের অপত্য স্নেহে লালিত পালিত হয়ে আমার জীবনধারা সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে সেই পরম জনক স্বর্গীয় শীলভদ্র বড়ুয়া, পরম জননী স্বর্গীয়া সুনীতি বড়ুয়া; যাঁদের পুত্রবৎ স্নেহে আমার জীবন ধন্য হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন পটিয়া উপজেলাধীন উনাইনপুরা নিবাসী শ্বশুর শ্বাশুড়ী স্বর্গত ডাঃ অমলেন্দু বিকাশ চৌধুরী ও স্বর্গতা কল্যাণী চৌধুরী; বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ কাকা স্বর্গীয় শীলরঞ্জন বড়ুয়া; বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ধর্মানুরাগী ভগ্নিপতি পটিয়া উপজেলাধীন পিঙ্গলা নিবাসী পরলোকগত সরল বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতি স্মরণে এ ক্ষুদ্র প্রকাশনা নিবেদন করলাম।

প্রবারণা পূর্ণিমা

০৩.১০.২০০৯

জিনাংসু বড়ুয়া

বৈদ্যপাড়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র :

বুদ্ধ : ১. বুদ্ধের মহত্ত্ব ২. সদগুণের মূর্ত প্রতীক ৩. মানব বুদ্ধের প্রস্ফুটিত ফুল ৪. আমাদের নিকটেই বুদ্ধ ৫. মানবজাতির কাছে অতি মহৎ যিনি ৬. বুদ্ধের পদ্ধতি ৭. পাগল ও বিবেকবান ৮. বুদ্ধের শ্রদ্ধার্থ ৯. বুদ্ধের বাণী ১০. বুদ্ধের নঞার্থ বোধক উত্তর ১১. বুদ্ধের যুক্তির মহিমায় আমরা বিমুগ্ধ-অভিভূত ১২. স্থির প্রতিজ্ঞ জ্ঞান ও মৈত্রীময় হৃদয় ১৩. মহা দার্শনিক-কারুনিক ১৪. তিনি পাপের কথা উল্লেখ করেন না ১৫. চিকিৎসক সদৃশ বুদ্ধ ১৬. বুদ্ধ সমগ্র মানবজাতির ১৭. বিজ্ঞ পিতা ১৮. বুদ্ধই একমাত্র অবলম্বন ১৯. বুদ্ধ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ২০. কোন কালে এত বড়-এত মহান ব্যক্তি জনগ্রহণ করেননি। বৌদ্ধ ধর্ম : ২১. বুদ্ধের মূল শিক্ষা ২২. সুদৃঢ় সেতু বন্ধন ২৩. মানব হৃদয়ের উন্নতি সাধন ২৪. অনতিক্রম্য বৌদ্ধধর্ম ২৫. বৌদ্ধধর্ম আমাদেরকে বোকার স্বর্গে পরিচালিত করে না ২৬. বুদ্ধের লক্ষ্য ২৭. এক মহাজাগতিক ধর্ম ২৮. বৌদ্ধ ধর্মটির অক্ষত থাকবে ২৯. আনন্দায়ক ধর্ম ৩০. অন্যান্য ধর্মের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ ৩১. বৌদ্ধধর্মে অনুমান বলতে কিছুই নেই ৩২. আধুনিক ভাববাদী-আদর্শবাদীদের থেকে বুদ্ধ অনেক গভীরে দেখেছিলেন ৩৩. ধর্ম বিপ্লব ৩৪. বেঁচে থাকার কৌশল ৩৫. আসুন- দেখুন ৩৬. মানব ধর্ম ৩৭. বৌদ্ধরা কারও দাস নয় ৩৮ নীতি নিয়ন্ত্রিত জীবন ৩৯. বৌদ্ধধর্ম থাকবে ৪০. বর্তমান সমস্যা ৪১. চিত্ত প্রশিক্ষণ ৪২. অভিনব জাতি ৪৩. সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারক দল ৪৪. জোর পূর্বক ধর্মান্তর করন নয় ৪৫. কর্মের চূড়ান্ত রূপ ৪৬. এখানে ধর্মজ্ঞতা নেই ৪৭. বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য ৪৮. বৌদ্ধধর্ম নৈরাশ্যবাদের ধর্ম নয় ৪৯ বৌদ্ধ ধর্ম এবং সমাজ কল্যাণ ৫০ অশোক একটি দৃষ্টান্ত ৫১. নির্ধারিত নীতিমালা ৫২. নিয়মই ধর্ম ৫৩. নিপীড়ন ৫৪. প্রশংসিত বৌদ্ধ ধর্ম ৫৫. জ্ঞান উচ্চ মার্গের চাবিকাঠি ৫৬. বৌদ্ধরা ভাগ্যবান ৫৭. বৌদ্ধ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান ৫৮. জ্ঞানকর্তা ৫৯. এতটুকু শক্তি প্রয়োগ নয় ৬০. অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাবান হও ৬১ প্রকৃত গর্ব ৬২. মনের অচেতন অবস্থা ৬৩. যৌক্তিক বিশ্লেষণ ৬৪. ধর্মের শত্রু ৬৫. ধর্মীয় গোড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা ৬৬. পঞ্চশীল ৬৭. যে মানব মহান বিজয় অর্জন করেছিলেন ৬৮. মানবের গন্তব্য ৬৯. বর্তমানের সংসদীয় পদ্ধতি বৌদ্ধধর্ম থেকে ধার করা। নৈতিকতা : ৭০. গণতন্ত্র ৭১. নৈতিকতার শীর্ষবিন্দু ৭২. বিশ্ব সংস্কৃতি। সহিষ্ণুতা-শান্তি-ভালবাসা : ৭৩. শান্তি লাভ করতে হলে ৭৪. প্রজ্ঞাই শক্তি-অজ্ঞানতা মানবের শত্রু ৭৫. কোন নিষ্ঠুর বাণী নয় ৭৬. প্রজ্ঞা ও করুণার অনুশীলন ৭৭. বৌদ্ধ ধর্মে কোন নির্যাতন নেই ৭৮. মানুষ আইন দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে ৭৯. মানুষ পূর্ব থেকে তৈরি থাকে না ৮০. স্বাবলম্বন ৮১. মানুষ তার পতনের গতিকে রোধ করতে পারে। আত্মা : ৮২. আত্মাতে বিশ্বাসই সকল দুঃখের কারণ ৮৩. 'মৃত্যুর পরে জীবন' কোন অলৌকিক বা রহস্য নয়। বৌদ্ধ ধর্ম এবং বিজ্ঞান : ৮৪. বৌদ্ধ ধর্ম এবং আধুনিক বিজ্ঞান ৮৫. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন-এই বৌদ্ধ ধর্ম ৮৬. এক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ৮৭. বিজ্ঞানের শেষেইতো বৌদ্ধ ধর্মের যাত্রা ৮৮. পুরস্কার অথবা শাস্তি নয়, শুধুই কার্য কারণ। নির্বাণ কি : ৮৯. ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই মুক্তি লাভ ৯০. বুদ্ধ এবং মুক্তি। বিশ্বাস : ৯১. অন্য কোন বিশ্বাস নিঃপ্রয়োজন। বৌদ্ধ ধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম : ৯২. বুদ্ধ পরবর্তী হিন্দু ধর্ম ৯৩. সার্বজনীন নীতিমালা ৯৪. বৌদ্ধধর্ম আসলে বৌদ্ধধর্ম ৯৫. বুদ্ধের কাছে চিরঞ্জীবী ৯৬. বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ৯৭. পাপ সম্পর্কে বৌদ্ধধারণা ৯৮. দেবতাদেরও মুক্তি দরকার। বিশ্ব ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড : ৯৯. অশান্ত এই বিশ্ব ১০০. এই মহাযুদ্ধ।

বুদ্ধ □ THE BUDDHA

১. বুদ্ধের মহত্ব : The Buddha's Greatness

আমি উপলব্ধি করতে পারছি না যে 'প্রজ্ঞা কিংবা নৈতিক উৎকর্ষতা-কোনটার দিক দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট ইতিহাসে বর্ণিত অন্যান্য মনীষির মত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন'। এদিক থেকে বুদ্ধকে তাঁর উপরে স্থান দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

-বার্টাভ রাসেল "আমি কেন খ্রীষ্টান নই"

২. সদগুণের মূর্ত প্রতীক : Embodiment of Virtues

বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছেন তিনি তারই মূর্তপ্রতীক। সুদীর্ঘ ৪৫ বছর সার্থক ও ঘটনাবহুল ধর্মপ্রচার কালে তিনি এসব বাণীকে কার্যো পরিণত করেছেন এবং তিনি কোন অবস্থাতেই মানুষের অসচ্চরিত্র ও হীন আবেগকে মূল্যায়ন করেননি। বুদ্ধের জীবন বিধির ন্যায় প্রকৃত মার্গ বিশ্ব আর কখনো দেখেনি।

-প্রফেসর ম্যাক্স মুলার "জার্মান পণ্ডিত"।

৩. মানব বৃক্ষের প্রস্ফুটিত ফুল : Blossom of the Human Tree

এটা ঠিক যেন এক মানব বৃক্ষে ফুল ফুটার মত, -যাহা শত সহস্র বছরে একবার মাত্র ফুটে। তেমনি একটি ফুল সমগ্র বিশ্বকে প্রজ্ঞা ও মৈত্রীর সুধায় ভাসিয়ে দিল।

-স্যার এডউইন আরনল্ড, "লাইট অব এশিয়া"।

৪. আমাদের নিকটেই বুদ্ধ : Buddha is nearer to us

আপনারা সহজেই অনাড়ম্বর-ধার্মিক, নিঃসঙ্গ, আলোকিত সর্বোপরি, বাস্তববাদী এক মনীষিকে দেখতে পাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারছি যে রাশি রাশি অলৌকিক উপকথার আড়ালে যেখানে সত্যিকারের একজন ব্যক্তি রয়েছেন। তিনি ও মানবজাতির কাছে সার্বজনীন একটা ধর্ম প্রচার করেছেন। আমাদের অনেক অভিনব ধারনার সাথে যার নিবিড় মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সকল দুঃখ দুর্দশা ও পরিতাপ এর কারণ যে 'ভোগস্পৃহা'-তাই তাঁর শিক্ষার বিষয়বস্তু। ভোগস্পৃহা এর তিনটি রূপ। এক, ইন্দ্রিয়কে পরিতুষ্ট করার ইচ্ছা-শুই, তা চিরস্থায়ী করার কামনা-তিন, সমৃদ্ধি ও সাংসারিকতার বাসনা। সৌম্য শান্ত হওয়ার পূর্বে যে কাউকে অবশ্যই কামনা বাসনা পরিত্যাগ

করতে হয়। তারপর তিনি পরিণত হন বিশাল সত্তায়। যীশু খ্রীষ্টের ৫০০ বছর পূর্বে বুদ্ধ মানুষকে আত্ম-বিস্মৃতির (ধ্যান) পথে আহ্বান করেছিলেন। আমাদের প্রয়োজনের সময় তিনি ছিলেন খুবই নিকটে। আমাদের ব্যক্তিক জীবনে খ্রীষ্টের চেয়ে বুদ্ধের প্রয়োজনই বেশি।

- এইচ জি ওয়েলস

৫. মানবজাতির কাছে অতি মহৎ যিনি : Most Noble of Mankind
যদি মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে মহৎ ব্যক্তিকে দেখতে চান তাহলে ভিক্ষুকের আবরণে ঐ রাজপুত্রের দিকে তাকান- যারা সাধুতাই মানুষের মাঝে অতি মহান।

-আব্দুল আতাহিয়া, “এক মুসলিম কবি”।

৬. বুদ্ধের পদ্ধতি : Buddha's Method

যদি কোন প্রশ্ন (মতবাদ) কে বিবেচনা করতে হয় তাহলে তা বুদ্ধ নির্দেশিত শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই বিবেচনা করতে হয়।

-নেহেরু

৭. পাগল ও বিবেকবান : A Lunatic and a Sane Man

বুদ্ধ ও একজন সাধারণ লোক (পৃথকজন) এর মধ্যে যে পার্থক্য, একজন বিবেকবান ও পাগল (অপ্রকৃতিস্থ) এর মধ্যে পার্থক্য যে একই কথা।

-জনৈক লেখক

৮. বুদ্ধের শ্রদ্ধার্ঘ্য : Homage to Buddha

অপরিমেয় মানবজাতির শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করতে পেরেছেন এরকম একজন ব্যক্তিকে যদি সহজেই বেছে নিতে হয়, তাহলে বুদ্ধকে নিতে হবে।

-প্রফেসর সুন্দরস,

লিটেরেরি সেক্রেটারী ওয়াই, ইউ,সি,এ ইন্ডিয়া, বার্মা, সিলং

৯. বুদ্ধের বাণী : Buddha's Massage

বুদ্ধ সকল প্রকার প্রচলিত ধর্মমত ও অন্ধবিশ্বাস এর উর্ধ্বে এবং তাঁর শাস্ত্রত বাণী যুগপৎ মানবতাকে রোমাঞ্চিত করেছে। সম্ভবতঃ তাঁর শান্তির বাণী আজকের আত্মনির্ভর ও বিপন্ন মানবতার প্রয়োজনের চেয়ে অতীতে কোনকালে এমনটা প্রয়োজন হয়নি।

-নেহেরু

১০. বুদ্ধের নঞার্থ বোধক উত্তর : Negative Answer of The Buddha
উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- যদি আমরা প্রশ্ন করি ‘পরমানুর অবস্থান সব সময় একই থাকে কি? আমরা অবশ্যই ‘না’ বলব; ‘পরমানু নড়ে কিনা জানতে চাইলেও আমরা ‘না’ উত্তর দেব। মৃত্যুর পরে মানুষের সত্ত্বার অবস্থান সম্পর্কে বুদ্ধের কাছে জানতে চাইলে বুদ্ধ এমন উত্তরই দিয়েছেন যাহা ১৭০০-১৮০০ সালের বিজ্ঞানের অজানা।

-জে. রবার্ট ওপেনহাইমার

১১. বুদ্ধের যুক্তির মহিমায় আমরা বিমুগ্ধ-অভিভূত :

We Are Impressed By His Spirit Of Reason

বুদ্ধের কথোপকথন পড়ে তাঁর যুক্তির মহিমায় আমরা অভিভূত হই। তাঁর আবিষ্কৃত নীতি পদ্ধতিই হচ্ছে সঠিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন দিক নির্দেশনা। তিনি মানবের মহা কল্যাণ পথে এবং অন্তিম গন্তব্যে যাহা কিছু বাধা বিপত্তি রয়েছে, সেসব অপসারণের লক্ষ্যে এক কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন।

-ডাঃ এস. রাধাকৃষ্ণন “গৌতম দি বুদ্ধ”

১২. স্থির প্রতিজ্ঞ জ্ঞান ও মৈত্রীময় হৃদয় : Cool Head and Loving Heart

বুদ্ধের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হল তাঁর স্থিরপ্রতিজ্ঞ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ও উষ্ণ প্রেমময় হৃদয়ের সুগভীর সহমর্মিতার এক অনন্য সমন্বয় সাধন। বিশ্ব আজ বুদ্ধের প্রতি বেশি বেশি ঝুঁকে পড়ছে, তিনি বিবেকী মানবতার নিঃসঙ্গ প্রতিনিধিত্বকারী।

-মনি বাঘী, “আওয়ার বুদ্ধ”

১৩. মহা দার্শনিক-কারুণিক : Philosophic genius

বুদ্ধ ছিলেন মানব প্রেমের অগ্রদূত-এক মূর্ত প্রতীক, এক মহাকাব্যিক যিনি একক তেজস্বীতায় সমুজ্বল ব্যক্তিত্বে জ্বলে উঠেন। তাঁর মাঝে বলতে হয়, এমন কিছু ছিল যে কারণে ২৫০০ বছর ধরে জ্ঞান আলোকের ঝর্ণাধারায় অনেক মনীষী অভিসিক্ত হলেও এঁদের কেউ কিন্তু বুদ্ধকে অবহেলা করতে পারছে না। প্রজ্ঞার চেয়েও বড় কিছু খুব সম্ভব তিনি উদাহরণ রেখে গেছেন।

-মনি বাঘী, “আওয়ার বুদ্ধ”

১৪. তিনি পাপের কথা উল্লেখ করেন না : He does not speak of sin
সংবেদনশীল সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষণ করিও এটা বুদ্ধ নির্দেশিত।
তিনি পাপকে বড় করে দেখেন না বরং অজ্ঞতা ও মূর্খতাকেই বড় করে
দেখেন যা প্রাজ্ঞতা ও সহমর্মিতা দ্বারা জয় করা যেতে পারে।

-ড. এস. রাধাকৃষ্ণন “গৌতম দি বুদ্ধ”

১৫. চিকিৎসক সদৃশ বুদ্ধ : Buddha is like a physician

বুদ্ধ চিকিৎসক সদৃশ। ঠিক একজন চিকিৎসক যেমনি বিভিন্ন রোগের
কারণ নির্ণয় করে যথাযথ প্রতিষেধক প্রয়োগ পূর্বক রোগ প্রতিকারের
ব্যবস্থা করে থাকেন অনুরূপ বুদ্ধও চিকিৎসকের ন্যায়, চারি আর্থ সত্য
শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের
উপায় এর ব্যবস্থা করে গেছেন।

-ড. এডওয়ার্ড কোনজ “বুডিজম”

১৬. বুদ্ধ সমগ্র মানবজাতির : Buddha is for whole Mankind

বুদ্ধ কেবল বৌদ্ধদের সম্পদ নহে বরং তিনি সমগ্র মানবজাতির সম্পদ।
তঁার শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য। বুদ্ধের পর যে সকল ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছে
তা বুদ্ধের কাছ থেকে অনেক ভাল ভাল জ্ঞান ধার করেছে।

-জনৈক মুসলিম দার্শনিক

১৭. বিজ্ঞ পিতা : A wise father

বিজ্ঞ পিতার মত বুদ্ধ তাঁর ছেলেপিলেদের, সংসারবৎ সর্বগ্রাসী আগুনে
ক্ৰীড়ারত দেখে তাদেরকে ঐ জ্বলন্ত গুহ থেকে বের করে নির্বাণের আশ্রয়ে
আনতে বিভিন্ন অভিযান প্রেরন করেছেন।

-প্রফেসর লক্ষ্মী নারাসু, “দি এসেন্স অব বুডিজম”

১৮. বুদ্ধই একমাত্র অবলম্বন : Buddha is the way

আমি একটা বারবার উপলব্ধি করি যে, বৈশিষ্ট্যে এবং বাস্তবে শাক্যমুনি
সেই মহামানবের হুবহু এক প্রতিচ্ছবি যিনি মানবের কাছে ‘সত্য’ হতে
পারেন, মানবের ‘জীবন’ হতে পারেন এবং মানবের একমাত্র ‘পথ নির্দেশক’
হতে পারেন।

-বিশক মিল ম্যান

১৯. বুদ্ধ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র : A Radiant Sun

এই দুঃখ, জুরাত্রাস্ত, ক্ষুব্ধ, বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহ, অশান্তি আর সংঘাতময় বর্তমান
বিশ্বে বুদ্ধের বাণী উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই আলো চড়াচ্ছে। সম্ভবতঃ

সাম্প্রতিক আনবিক ও হাইড্রোজেন বোমার জগতে বুদ্ধবাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য যেকোন সময়ের চেয়ে বেশী। বুদ্ধ বাণী এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গত ২৫০০ বছর ধরে সত্য মর্মে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। আসুন, আমরা সকলে তাঁর অমর বাণীকে স্মরণ করি এবং আমাদের চিন্তা চেতনার উন্মোচন ঘটিয়ে বুদ্ধের মস্তিষ্কে দীক্ষা নেই। এই আনবিক বোমার বিত্তীয়িকার যুগেও আমাদেরকে সহনশীল হতে হবে এবং সঠিক দর্শন ও সঠিক কর্মে কিছুটা হলেও সাহায্য করতে হবে।

-নেহেরু

২০. কোন কালে এত বড়-এত মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি :

Greatest man ever born

তাঁর শিক্ষাকে আমরা আস্থার সাথে মেনে চলতে পারি। কি ধর্মে, কি জাতিতে, কি বর্ণে আর কোথাও কি আমরা এমন মহিমান্বিত শিক্ষককে দেখতে পাই? মানবরূপে নক্ষত্রপুঞ্জের বিশালতার মাঝে তিনি ছিলেন দৈত্যকায় কোন গ্রহ। বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ যে তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে ঘোষণা করেছে এটা তাঁর সম্পর্কে খুবই কম বিশ্বাস। এ মহান শিক্ষকের জ্ঞানালোকে দুঃখময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ভুবন ভেদ করে মানবজাতিকে আলোর পথে আনার মশাল সদৃশ।

-জনৈক ইউরোপিয়ান লেখক

বৌদ্ধ ধর্ম □ BUDDHISM

২১. বুদ্ধের মূল শিক্ষা : Fundamental Teachings of The Buddha
ভোগ লোভ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র, সৌম্য, মৈত্রীপরায়ন হওয়াই হচ্ছে সেই সুপ্রাচীন মহান বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষা।

-ই এ বাট, “দি কমপ্যাশানেট বুদ্ধ”

২২. সুদৃঢ় সেতু বন্ধন : Well Built Bridge

অভঙ্গুর ধাতুতে তৈরী সেতুর মতই বুদ্ধ ধর্মের সেতু যাকে বায়ু, পানি স্পর্শ করতে পারে না। পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে এই সেতু খাপ খেয়ে চলতে পারে, সুদৃঢ় ভিতকে সুরক্ষা করে এবং জন্ম-মৃত্যুকে জয় করে নির্বাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

-ফ্রা, ক্ষান্তিপালো “টলারেন্স”

২৩. মানব হৃদয়ের উল্লসিত সাধন : To Awake The Human Heart
বিভিন্ন ধর্মের মাতৃভূমি, রহস্য ঘেরা এই পূর্ব, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যদিয়ে এক
সত্যকে উন্মোচিত করেছে এই মর্মে যে, 'নৈতিক সুচীতা এবং পবিত্রতা
মাণব প্রকৃতির গভীরেই থাকে-যাকে সমৃদ্ধ করতে কোন দেব-দেবী, বা
ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্যের কোন প্রয়োজন হয় না এবং ইহা মানবের
হৃদয়কে জাগিয়ে দীপ্ত শিখায় প্রজ্জ্বলিত করার জন্য শুধুমাত্র মানবের হৃদয়েই
বসবাস করে।'।

-চার্লস টি গোরহ্যাম

২৪. অনতিক্রম্য বৌদ্ধধর্ম : Nothing to surpass Buddhism

আমি বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ পৃথিবীর প্রত্যেক মহা ধর্মীয় অনুশাসন পরীক্ষা
করে দেখতে পেয়েছি যে এদের কোনটাই বুদ্ধের চতুরার্য সত্য ও আর্য
অষ্টাঙ্গিক মার্গকে সৌন্দর্যে কিংবা উপলব্ধিতে অতিক্রম করতে পারেনি।
আমি নিজের জীবনকে ঐ মার্গপথে পরিচালিত করতে পেরে পরিতৃপ্ত।

-প্রফেসর, রাইস ডেভিস

২৫. বৌদ্ধধর্ম আমাদেরকে বোকার স্বর্গে পরিচালিত করে না :

Buddhism does not lead us to a Fool's Paradise

বৌদ্ধধর্ম বাস্তবানুগ কারণ ইহা জীবন ও জগতের একটি বাস্তবধর্মী দর্শন।
ইহা যেমন কাকেও মিছেমিছি বোকার স্বর্গে টেনে নিয়ে যায় না তেমনি ইহা
কোন রকম কাল্পনিক ভয়-ভীতি ও অপরাধবোধ দ্বারা কাকেও ভীতিসঙ্কুল
ও যন্ত্রনাবদ্ধ করে না। ইহা প্রকৃত রূপ হলো 'আমরা যা' তাই শিক্ষা দেয়
এবং সর্বোপরি ইহা প্রকৃত মুক্তি, শান্তি, মহাশান্তি ও চিরসুখ নির্বাণের
পথই প্রদর্শন করে থাকে।

-ডেন. ড. ডব্লিউ রাহুলা

২৬. বুদ্ধের লক্ষ্য : The Buddha's Mison

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বুদ্ধের লক্ষ্য সম্পূর্ণ অদ্বিতীয়। অতএব, ইহা বিশ্বের
অন্যান্য ধর্মের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর লক্ষ্য ছিল আকাশের উড্ডীয়মান
আদর্শবাদের বিহীনকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে আসা, কারণ তাদের খাদ্য
কেবল মাটিতেই পাওয়া যায়।

-হযরত ইনায়েত খান "দি সুফী ম্যাসেজ"

২৭. এক মহাজাগতিক ধর্ম : A Cosmic Religion

আগামী দিনের ধর্ম হবে 'এক মহাজাগতিক ধর্ম' যেখানে ব্যক্তিক ঈশ্বরকে অস্বীকার, অন্ধবিশ্বাস ও ঈশ্বরতত্ত্বকে পরিহার করা উচিত হবে। একে অর্থবহ একক হিসাবে প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক সকল বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকে জাত ধর্মীয় বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বৌদ্ধধর্ম মহাজাগতিক ধর্মের নামান্তর।

-আলবার্ট আইনস্টাইন

২৮. বৌদ্ধ ধর্ম চির অক্ষত থাকবে :

Buddhism Will Remain Unaffected

সময়ের প্রবল স্রোতে এবং জানালোকের বিশাল ব্যাপ্তিতেও বৌদ্ধ ধর্ম ইহার প্রথম পর্যায়ের মতই আজো অক্ষত রূপে বিরাজমান। বিজ্ঞান কতদূর এগিয়েছে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের মনের অধিক্ষেত্রকে কতদূর সমৃদ্ধ করেছে-ওসব ধর্তব্য বিষয় নয়, কারণ এই ধর্মের কাঠামোগত পরিসর এতই ব্যাপক যে আরো উদ্ভাবন ও আবিষ্কারকে গ্রহণ ও মিলিয়ে নেবার মত স্থান এখানে কিন্তু বিদ্যমান। মানুষের কিছু অনুর্বর ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপর এই ধর্ম যেমন নির্ভর করে না তেমনি নির্ভর করে না নঞর্থক চিন্তা ভাবনার উপর।

-ফেলিস স্টোরি, "বুডিজম এন্ড ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন"

২৯. আনন্দদায়ক ধর্ম : Joyful religion

বৌদ্ধধর্ম আর্যসত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী হিসেবে বিবেচিত চিন্তের বিষাদময়, দুঃখময়, পরিতাপময় ও বিষন্নময় অবস্থাসমূহের ঘোর বিরোধী। অপরদিকে, উল্লেখ্য যে মনের আনন্দ হচ্ছে সন্ত বোধ্যঙ্গ ধর্মের অন্যতম। তাছাড়া, নির্বাণ উপলব্ধির জন্য অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলীর ও অনুশীলন করতে হবে।

-ভেন. ড. ডব্লিউ রাহুলা "হোয়াট দি বুদ্ধ টট"

৩০. অন্যান্য ধর্মের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ :

Challenge to other religions

অনুমানভিত্তিক আদিম পদ্ধতিতে গঠিত না হয়ে সঠিকভাবে গঠিত হয়েছে এবং যা অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিয়তই চ্যালেঞ্জস্বরূপ-তা হল বৌদ্ধধর্ম।

-বিশপ গোর, "বুদ্ধ এন্ড দি ক্রিস্ট"

৩১. বৌদ্ধধর্মে অনুমান বলতে কিছুই নেই :

No assumption in Buddhism

গৌরবের বিষয় এই যে মুক্তিলাভ এর অত্যাবশ্যকীয় শর্ত বোধির নির্মাতা হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। শীল ও বোধির সম্পর্কে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। যেখানে শীল মহৎ জীবন এর ভিত্তিসাধন করে, সেখানে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এর পূর্ণতা দান করে। প্রতীত্য সমুৎপাদ (কার্য-কারণ-নীতি প্রবাহ) এর প্রকৃত জ্ঞান লাভ না করে এবং বিদর্শন ভাবনা ব্যতিরেকে কেহ সত্যিকার অর্থে বোধি লাভ করতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের এখানেই পার্থক্য। সকল একেশ্বরবাদী ধর্ম কতিপয় অনুমান ভিত্তিক। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে এ অনুমান তার মনের মাঝে সংশয়ের দানা বাঁধে আর তখনই দুঃখ বাড়ে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে অনুমান বলতে কিছুই নেই। ইহা সত্যের কঠিন শিল্প-অবস্থিত এবং তাই কখনো জ্ঞানের গুরু আলেকে বর্জন করে না।

-প্রফেসর লক্ষ্মী নারাসু, “দি এসেন্স অব বুডিজম”

৩২. আধুনিক ভাববাদী-আদর্শবাদীদের থেকে বুদ্ধ অনেক গভীরে দেখেছিলেনঃ

Buddha has seen deeper than modern idealist

দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের অধিক প্রিয় বিষয় বিশফ বার্কলের সৃষ্টি তত্ত্বের সূত্র ‘ট্যুর ডি ফোর্স’-যাহা অধ্যয়নকারীদের ভাবনায়, সাধনায় অতি অল্প পরিমাণ উপাদানের যোগান দিতে সক্ষম হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ সেই উপাদান ‘জীবন চক্র’ বা জীবনের স্থায়ীত্বতার ছায়ার ছায়া থেকেও মুক্তি নেন। ভারতীয় দর্শন অতি সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে এটাই প্রমাণ করে যে- গৌতম বর্তমান কালের বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিকদের চেয়েও অনেক গভীরে দেখেছিলেন। বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রজ্ঞা লাভের লক্ষ্যে মানুষের এই যে এত আগ্রহ-এই আগ্রহ কিন্তু ঈশ্বরে লাভের জন্য নয়, ইহা শুধুমাত্র দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের জন্যই। ঈশ্বরবাদ নিয়ে এতযে হৈচৈ, মতানৈক্যতা, দ্বৈতবাদ পোষণ, এসব কিন্তু নিরবে নিভূতে বিপদই ডেকে আনছে। সৃষ্টি রহস্যের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন এবং অদ্বৈতবাদই চিন্তার জগতে স্থান লাভ করছে।

-প্রফেসর হাক্সলি, ‘হোয়াট দি বুদ্ধ টট’

৩৩. ধর্ম বিপ্লব : Religious Revolution

২৫ শতাব্দী পূর্বে ভারত এক বিশাল প্রতিভার সাক্ষাৎ লাভ করেছিল এবং মুখোমুখী হয়েছিল এক ধর্মীয় বিপ্লবের। সেই বিপ্লব একেশ্বরবাদকে, ঠাকুরব্রাহ্মনদের ভোগ, লোভ ও স্বার্থপরতাকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করল এমন এক ধর্মের-যেখানে আলোকিত চিন্তা চেতনাকেই ধর্ম বলা হয়েছে-যাহা দর্শন তত্ত্ব সমৃদ্ধ।

-আনাগারিকা ধর্মপাল “দি ওয়ার্ল্ডস ডেবট টু বুদ্ধ”

৩৪. বেঁচে থাকার কৌশল : A Plan for living

জীবন থেকে সর্বোচ্চ উপকার লাভ করার কৌশলের নাম বৌদ্ধধর্ম। ইহা প্রজ্ঞার ধর্ম যেখানে জ্ঞান ও চিন্ত সর্বাধিক প্রাধান্যতা পেয়েছে। বুদ্ধ কাহাকেও ধর্মাস্তরিত করার জন্য ধর্ম প্রচার করেননি। তিনি শ্রোতাদের প্রকৃত জ্ঞান দান করার জন্য ধর্মপ্রচার করেছেন।

-জনৈক পশ্চিমা লেখক

৩৫. আসুন- দেখুন : Come and See

বৌদ্ধধর্ম নিয়তই জানার ও দেখার ধর্ম। না জেনে না বুঝে বিশ্বাস স্থাপন করার ধর্ম নহে। বুদ্ধের ধর্ম এহি- পসসিকো গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ এস দেখ আহ্বানের যোগ্য তবে না জেনে না বুঝে বিচার বিশ্লেষণ না করে কেবল বিশ্বাস স্থাপন করার ধর্ম নহে।

- ভেন. ড. ডব্লিউ রাহুলা, “হোয়াট দি বুদ্ধ টট”

৩৬. মানব ধর্ম : Religion on Man

যতদিন চন্দ্র-সূর্য থাকবে এবং মানুষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম টিকে থাকবে, কারণ ইহা সামগ্রিকভাবে মানব ও মানবতার ধর্ম।

-বন্দরনায়ক, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, শ্রীলংকা

৩৭. বৌদ্ধরা কারও দাস নয় : Buddhist is not a slave to anybody

বৌদ্ধরা কোন গ্রন্থ কিংবা কোন ব্যক্তিবিশেষের আজ্ঞাবহ নয়। বুদ্ধের অনুসারী হয়ে কাউকে তার চিন্তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয় না। স্বয়ং বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে কেউ মুক্ত চিন্তার অনুশীলন ও জ্ঞান বিকাশের সাধনা করতে পারেন, কারণ প্রত্যেকেই সম্ভাবনাময়ী বুদ্ধ।

-ভেন, নারদো মহাধের “হোয়াট ইজ বুদ্ধিজম

৩৮. নীতি নিয়ন্ত্রিত জীবন : Life by principle

বৌদ্ধধর্ম শাসন দ্বারা পরিচালিত নয় এবং ইহার নীতি নিয়ন্ত্রিত এক সুন্দর জীবন পরিচালনার শিক্ষা দিয়েছে। ফলে ইহা একটি সহিষ্ণুতার ধর্ম। পৃথিবীর বুকে ইহা সবচেয়ে কল্যাণকর জীবন পদ্ধতি।

-রেভ. জোসেফ ওয়াইন

৩৯. বৌদ্ধধর্ম থাকবে : Buddhism would Remain

“বুদ্ধ কখনো ছিলেন না” মর্মে যদি কোনদিন প্রমানিতও হয়, সেদিনও এই বৌদ্ধধর্ম থাকবে যেমন করে আজ আছে।

-ক্রিস্টমাস হামপ্রে “বুডিডজম”

৪০. বর্তমান সমস্যা : Modern Problems

বৌদ্ধধর্মের উপরে একটু অধ্যয়ন করলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আড়াই হাজার বছর পূর্বের বৌদ্ধরা আমাদের বর্তমানের মানসিক সমস্যা সম্পর্কে অধিকতর অবহিত ছিলেন। যার জন্য আজও তাঁদেরকে প্রশংসা করতে হয়। সুদূর অতীতেই তাঁরা এসব সমস্যার উপরে ধ্যান অধ্যয়ন করেছেন এবং যথার্থ সমাধানও প্রদান করেছেন।

-ড. গ্রাহাম হাউ

৪১. চিন্তা প্রশিক্ষণ : Mind Training

আজকাল আমরা অনেক চিন্তাশক্তির কথা শুনতে পাই। কিন্তু জগতের বুকে বৌদ্ধধর্মের মত এমন পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর চিন্তা প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অদ্যাবধি অন্য কেহ উপস্থাপন করতে পারেনি।

-ডাটলি রাইট

৪২. অভিনব জাতি : New Race

বুদ্ধ গঠন করলেন মানুষের এক অভিনব শ্রেণী, শীলবান আদর্শ পুরুষের একটি শ্রেণী মোক্ষ (মুক্তি) কামীর একটি শ্রেণী এবং বুদ্ধ (সম্যক সম্বুদ্ধ, পচেক বুদ্ধ, শ্রাবক বুদ্ধ)-দের একটি শ্রেণী।

-মনমথ নাথ শাস্ত্রী

৪৩. সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারক দল : First Missionary

মানবতার ইতিহাসে সমগ্র মানবজাতির কাছে সর্বজনীন মুক্তির বারতা নিয়ে প্রথম যে জনহিতকর ধর্মের আবির্ভাব ঘটে তা বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধত্ব লাভের পর মানব জাতির হিত ও কল্যাণ এর জন্য বুদ্ধ তাঁর ৬১ জন শিষ্যকে এ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দিকে দিকে প্রেরণ করেছিলেন।

-ড. কে.এন জয়তিলক, “বুডিডজম এন্ড পীস”

৪৪. জোর পূর্বক ধর্মান্তর করন নয় : No Forced Conversion

অনায়াহী ব্যক্তির উপর শক্তি প্রয়োগে বৌদ্ধ ধর্মের ধ্যান ধারণা চাপিয়ে দিয়ে ধর্মান্তর করণ বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও নীতি নয়। এই দিক থেকে তদ্রূপ ব্যক্তিকে তার নিজস্ব চিন্তা ধারা থেকে সরিয়ে আনার প্রচেষ্টা, চাপা-চাপি, তোষামোদী, অথবা প্রভাবশালী কার্যক্রমের তিল পরিমাণ স্থান নেই। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকরা ধর্মান্তর করণ লক্ষ্যে কখনো কারো সাথে প্রতিযোগিতায় নামেনি।

-ড. জি.পি মালালান্নারা

৪৫. কর্মের চূড়ান্ত রূপ : Ultimate Fact Of Reality

বৌদ্ধ ধর্মের অতুলনীয় এক বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে এইটা এমন এক ধর্ম যাহা সম্পূর্ণরূপে দর্শন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই ধর্ম শুধুই কর্ম, কর্মের অস্তিত্ব ও চূড়ান্ত পরিণতি বা রূপের দাবি করে। ‘কর্ম বহুল জীবন কর্ম ফলে বন্দী’ এই সত্যকে গ্রহণ করে জীবনের পথ রচনা করাই হচ্ছে বুদ্ধের ধর্ম। বুদ্ধের এই দর্শনই হচ্ছে ‘প্রজ্ঞা’।

-ড. কে.এম জয়তিলক “বুড্ডিজম এন্ড পীস”

৪৬. এখানে ধর্মক্বতা নেই : No Fanaticism

বৌদ্ধধর্ম সমস্ত ধর্মক্বতা থেকে মুক্ত। নিজের স্বত্বকে পরীক্ষাদির মাধ্যমে পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, শক্তিশালী তথা সমৃদ্ধ করা অথবা রূপান্তর করাই হল বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের মূল লক্ষ্য। একমাত্র বুদ্ধই প্রাণীর মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে পথ প্রত্যেকে নিজ উদ্যোগে নিত্য অনুশরন ও অনুশীলনের মাধ্যমে করতে সক্ষম।

-প্রফেসর লল্লী নারাসি, “দি এসেন্স অব বুড্ডিজম”

৪৭. বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য : Buddhism and other faiths

বৌদ্ধধর্ম হাতের তালুর ন্যায়। আর অন্যান্য ধর্মসমূহ এর আঙ্গুল।

-দি হোট খান মংগা

৪৮. বৌদ্ধধর্ম নৈরাশ্যবাদের ধর্ম নয় :

Buddhism is not a melancholy religion

কোন কোন লোক মনে করেন যে বৌদ্ধধর্ম দুর্বোধ্য ও নৈরাশ্যবাদ এর ধর্ম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা তা নয়; ইহা এর অনুসারীদের সুবোধ্য ও আশাব্যঞ্জক করে গড়ে তোলে। আমরা যখন বোধিসত্ত্বের (ভাবীবুদ্ধ)

জাতক (জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী) অধ্যয়ন করি, তিনি যে কিভাবে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা চর্চা করতেন তা বুঝতে পারি। আমাদের কঠিন সমস্যার মাঝে ইহা আমাদের আশাবাদী ও অপরের কল্যাণে আনন্দিত হতে সাহায্য করে।

-ডেন. জ্ঞানতিলক, একজন জার্মান দার্শনিক

৪৯. বৌদ্ধ ধর্ম এবং সমাজ কল্যাণ : Buddhism and Social welfare
যারা একথা মনে করেন যে বৌদ্ধ ধর্ম শুধুমাত্র দুর্লভ আদর্শ, উচ্চ মার্গ, নৈতিক উৎকর্ষতা, দার্শনিক ধ্যান ধারণা নিয়ে শুধুমাত্র আশ্রয় প্রকাশ করে এবং মানুষের সামাজিক আর্থিক উৎকর্ষতার ব্যাপারে অনাগ্রাহী-তাদের এই ধারণা সত্য নয়। বুদ্ধ সবসময় মানবের সুখের কথাই ভেবেছেন। নৈতিক ও আত্মিক নীতিমালার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই জগতে পবিত্র জীবন পরিচালনা করা ছাড়া সুখের সন্ধান সম্ভব নয় বলে তিনি জানতেন। তিনি জানতেন যে সামাজিক অসুবিধা ও প্রতিকূলতা ও পরিবেশের কারণে তেমন আত্মিক আধ্যাত্মিক পবিত্র জীবন পরিচালনা করা মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। কর্মের গমণ পথে বৌদ্ধ ধর্ম বস্তুগত সমৃদ্ধিকে বিবেচনায় নেয়নি। আর্থিক উন্নতি শুধুমাত্র কর্মের মহান রূপায়নে পাথের হতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য যে বস্তুগত বা আর্থিক উন্নতি হচ্ছে মানবের সুখ অন্বেষণে ও কর্মের মহান রূপায়নের পথে এক অবিচ্ছিন্ন, অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই বৌদ্ধধর্ম আত্মিক সফলতার জন্য কিছু আর্থিক প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছে। যেমন- “কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কোন এক নির্জন স্থানে ধ্যান সাধনায় রত’ তার সাধনার সফলতার জন্য কিছু বস্তুর প্রয়োজন।

-ডেন. ড. ডব্লিউ রাহ্লা “হোয়াট দি বুদ্ধ টট”

৫০. অশোক একটি দৃষ্টান্ত : Example From Asoka

বৌদ্ধধর্মের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে অশোক কেবল মহিমাম্বিত বুদ্ধবশী প্রচার করেননি। তিনি এমনভাবে রাজশক্তি ও পরিচালনা করেছেন যা দেখে অন্যান্য ধর্মমতের আধুনিক রাষ্ট্রনায়কেরাও লজ্জিত না হয়ে পারেন না।

-জিওথ্রে মর্টিমার, “পশ্চিমা লেখক”

৫১. নির্ধারিত নীতিমালা : Fixed Principles

এমনকি আজও বৌদ্ধধর্মকে সেকেলে (পরিত্যক্ত) বলে মন্তব্য করাটা অসম্ভব। কারণ এই ধর্ম কিছু নির্ধারিত নীতিমালার এতই গভীরে প্রোথিত যে এসবের কখনো কোন পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। - গাট্টে গ্যারাট

৫২. নিয়মই ধর্ম : Dhamma is the law

বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষাকে সংক্ষেপে ‘ধর্ম’ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এই নিয়ম (ধর্ম) কেবল মানব হৃদয়ের বেলায় নহে, ইহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্যও। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হলো ধর্মেরই মূর্তপ্রতীক। প্রাকৃতিক সূত্র যা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে তা ধর্মেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ধর্মের কারণেই চন্দ্রের উদয়-অস্ত ঘটে। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান নিয়মটাই হচ্ছে ধর্ম আর এ নিয়মই জগতের সকল বস্তুকে ত্রিয়াশীল করে। মানুষের হৃদপিণ্ড যে ধর্ম মেনে চলে সেই একই ধর্ম মেনে চলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও। মানুষ ধর্ম মেনে চললে দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবে এবং নির্বাণ লাভ করতে পারবে।

-

- ডেন. এ মাহিন্দ্র

৫৩. নিপীড়ন : Persecution

পৃথিবীর ইতিহাসের বিখ্যাত ধর্মগুলোর মধ্যে আমি বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মকে ইহার প্রাথমিক সোপানগুলোর জন্যই প্রাধান্যতা দেব এইজন্য যে এতে ক্ষুদ্রকণা পরিমাণও নির্যাতন ছিল না এবং বর্তমানেও নেই।

- বার্টোল্ড রাসেল

৫৪. প্রশংসিত বৌদ্ধ ধর্ম : Appreciation of Buddhism

কোন ব্যক্তি এই বৌদ্ধ ধর্মের সুপ্রাচীনতম দিক থেকে ইহার প্রতি প্রাথমিকভাবে আকর্ষণ দেখাতে পারে, তবে ইহা সত্য যে যেই ব্যক্তি প্রাত্যহিক এই ধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে তার জীবনে যে ফলশ্রুতি লাভ করবে তার উপর বিচার বিশ্লেষণ করে তবেই এই বৌদ্ধধর্মকে প্রকৃত মূল্যায়নে সক্ষম হবে।

-ড. এডওয়ার্ড কনজ “এ ওয়েস্টার্ন বুডিস্ট স্কলার”

৫৫. জ্ঞান উচ্চ মার্গের চাবিকাঠি : Knowledge is the key to higher path
ইন্দ্রিয় সুখ বিহীন জীবন কি সহনীয় হতো? অমরত্বে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি কি শীলবান হয়? ঈশ্বরের উপাসনা ছাড়া মানুষ কি সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারে? উত্তরে বুদ্ধ বলেন, হ্যাঁ, জ্ঞান বলে এসব লক্ষ্যগুলো অর্জিত হতে পারে। জ্ঞান উচ্চ মার্গের চাবিস্বরূপ, জীবনে জ্ঞানই অনুসন্ধানের যোগ্য; জ্ঞান যেমন জীবনে শান্তি ও প্রশান্তি নিয়ে আসতে পারে আবার তা ঘটনাবল্হল দুর্যোগময় বিশ্বে মানুষকে দিতে পারে এর বিপরীত শান্তি।

-প্রফেসর কার্ল পারসন

৫৬. বৌদ্ধরা ভাগ্যবান : Fortunate Buddhist

বৌদ্ধরা এতই ভাগ্যবান যে তাদেরকে জন্মের পর থেকেই 'কেউনা' নামক কোন অশরীরি শক্তির নির্দেশ, আদেশ অথবা কোন প্রেরিত বা নাজেলকৃত মতবাদকে অন্ধের মত বিশ্বাস করে জীবন পরিচালনা করতে হয়না।

- ডেন. প্রফেসর আনন্দ কৌশল্যায়না

৫৭. বৌদ্ধ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান : Buddhism and Rites

বৌদ্ধ ধর্ম একান্ত এক ব্যক্তিগত ধর্ম। এখানে আচার অনুষ্ঠানের স্থান বা অবকাশ নেই। কোন এক ধারনার বশবর্তী হয়ে যদি কেহ তার নিজস্ব মতকে প্রাধান্যতা দিয়ে তার কাক্ষিত ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে যদি কোন আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তবে তাহা তার একটা আচারে পরিণত হয়। বৌদ্ধধর্মের বর্তমানকার দৃশ্যতঃ আচার অনুষ্ঠান সমূহ সত্যিকার অর্থে কোন আচার নয়।

-ডব্লিউ জয়সুরিয়া "দি সাইকোলজী এন্ড ফিলোসফি অব বুডিজম"

৫৮. ত্রাণকর্তা : Saviour

বুদ্ধকে যদি আদৌ ত্রাণকর্তা বলা হয়-ইহা শুধু এই অর্থে যে তিনি মানুষের মুক্তির পথ 'নির্ব্বাণ' আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সে পথ ধরে চলার দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের।

- ডেন. ড. ডব্লিউ. রাহ্লা, "হোয়াট দি বুদ্ধ টট"

৫৯. এতটুকু শক্তি প্রয়োগ নয় : No Force

কোন ব্যক্তিকে না বুঝিয়ে অথবা জ্ঞান না দিয়ে যদি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্য কোন এক নতুন ধ্যান ধারনার বিশ্বাস করতে বা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় তবে তাহা হবে এক রাজনৈতিক কৌশল এবং এই কৌশল কোনক্রমেই আত্মিক বা আধ্যাত্মিক বা জ্ঞানসুলভ কর্ম নয়।

- ডেন. ড. ডব্লিউ. রাহ্লা, "হোয়াট দি বুদ্ধ টট"

৬০. অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাবান হও : Respect other religions

কারও শুধু নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন হওয়া উচিত নয় এবং একারণে সেকারণে পরধর্মকে ঘৃণা করাও উচিত নয়। এ মানসিকতা দ্বারা নিজের ধর্মের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হয় তেমনি অন্যান্য ধর্মের প্রতিও কর্তব্য পালিত হয়। অন্যথায় স্বধর্মের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয় এবং অন্যান্য ধর্মেরও ক্ষতিসাধিত হয়। যে ব্যক্তি নিজ ধর্মকে শ্রদ্ধা করে এবং অন্য ধর্মকে

ঘৃণা করে এই ভেবে যে “আমি কেবল আমার ধর্মকে গৌরবান্বিত করব-
এটা আসলে নিজ ধর্মকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার সমতুল্য। তাই
পরমত সহিষ্ণু কল্যাণকর। স্বধর্মভাজন হওয়ার সাথে সাথে অন্য ধর্ম কি
বলে তাও মনোযোগ দিয়ে শোনা দরকার। -সম্রাট অশোক

৬১. প্রকৃত গর্ব : A genuine Pride

ধর্ম বা জীবন বিধি কেবল সত্য দ্বারা বিচার্য নহে, ইহা তার অনুসারীদের
জীবনে যে পরিবর্তন ঘটায় তাও বিচার্য। যতদূর সম্ভব বৌদ্ধধর্ম এ কৃতিত্বপূর্ণ
ইতিহাস এর দাবীদার যাকে নিয়ে আমরা প্রকৃত গর্ব করতে পারি।

- ডি.ভি.জি.এস.এম.এস “বিডব্লিউওএল”

৬২. মনের অচেতন অবস্থা : Unconsciousness

ইহাও বলা যেতে পারে যে ভারত পশ্চিমা দার্শনিকদের পূর্বেই মনের অচেতন
অবস্থাকে আবিষ্কার করেছে। তাদের মতে “মনের অচেতন অবস্থা মূলতঃ
কোন ব্যক্তির সামগ্রিক স্বত্বাতেই মিশে যায় বা অঙ্গীভূত হয়ে যায় যাহা
তাকে সম্পূর্ণ রূপে অচেতন করে দেয়-যেন সে তার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।” বৌদ্ধ ধর্মে ধ্যান সাধনার ক্ষেত্রে এমন এক পদ্ধতির কথা
বলা হচ্ছে তা হচ্ছে মানুষের মনের অন্তর্নিহিত এক গোপন শক্তির কথা
এবং এই গোপন শক্তিই হচ্ছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও মনো জগতের
সকল বিভাগের অগ্রদূত।

-প্রফেসর ডন গ্যাসেনেট, জার্মান মনীষী

৬৩. যৌক্তিক বিশ্লেষণ : Rational Analysis

পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম এক বিরাট ধর্ম যাহা প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর
করে খোলামেলা যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মানব জীবনের সমস্যা ও সমস্যা
সমূহের সমাধানের পথের সন্ধান দেয়।

-মনিবাঘী, আওয়ার বুদ্ধ

৬৪. ধর্মের শত্রু : Enemy of religion

বৌদ্ধধর্মে অন্ধবিশ্বাসের স্থান নেই। ঔদার্যের দিক দিয়ে অতীতে যেমন
একটা দুর্লভ ধর্ম ছিল এখনও তাই। এস-দেখ তর্ক করে ধর্মগ্রহণ করা
না করার উদার মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বুদ্ধ। অসহিষ্ণুতাকে তিনি পরম
শত্রু মনে করতেন।

-ড. এস. রাধাকৃষ্ণন “গৌতম দি বুদ্ধ”

৬৫. ধর্মীয় গোড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা : Sectarianism
কিছু ধর্মের নব দীক্ষিত অনুসারীরা সাধারণতঃ তাদের গুরুদ্বারা পরিচালিত
হয় এবং এরা বিভিন্ন পুস্তিকা ম্যাগাজিন, ভিন্ন মতবাদ ও ভিন্ন ধর্ম সম্বলিত
রচনা, প্রচার পত্র প্রভৃতি পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করতে এবং অন্য ধর্ম
সম্পর্কে অগ্রহ ঔৎসুক্য প্রকাশে উক্ত গুরু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু
বৌদ্ধ ধর্মে এসব কদাচিৎ ঘটে না।

—ফ্রা ফ্রান্সিস পাল “টলারেন্স”

৬৬. পঞ্চশীল : The Five Precepts

পঞ্চশীল রক্ষা মানে আত্ম নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় সংযম এবং প্রচেষ্টাকে
বুঝায়। প্রথম শীল দ্বারা ক্রোধকে, দ্বিতীয় শীল দ্বারা লোভকে, তৃতীয়
শীল দ্বারা কামকে, চতুর্থ শীল দ্বারা মিথ্যাকে এবং পঞ্চম শীল দ্বারা
মাদকতাকে নিয়ন্ত্রণ করা বুঝায়।

—এডমন্ড হোমস্ “দি ক্রিড অব বুদ্ধ”

৬৭. যে মানব মহান বিজয় অর্জন করেছিলেন :

Man who achieved a great victory

জৈনিক প্রথম সারির পণ্ডিত ব্যক্তি পালি সাহিত্যকে ইংরেজীতে অনুবাদ
করার কাজে হাত দিলেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান পাদ্রীর সন্তান
ও তাঁর লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধধর্মের উপর খৃষ্টান ধর্মের প্রাধান্য প্রমাণ করা।
তিনি এতে ব্যর্থ হলেও অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যদিকে এক মহান বিজয়
অর্জন করলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। আমরা কখনো এ শুভ
মুহূর্তকে ভুলতে পারি না যা তাঁকে এ কাজে হাত দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন
এবং যা দ্বারা এ অমূল্য ধর্মকে সহস্র পাশ্চাত্যবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে
দিয়েছিলেন। এ মহাপণ্ডিতের নাম ড. রাইস ডেভিস।

—ভেন. এ. মাহিন্দ, “বু পিন্ট অব হ্যাপিনেস”

৬৮. মানবের গন্তব্য : Human Destiny

বিশ্বের এক বিশাল অংশ জুড়ে বৌদ্ধধর্ম আজো জেগে আছে। পশ্চিমা
বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে গর্বিত এক ইতিহাসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে,
পরিণত পুনঃ জাগরণের মাধ্যমে গৌতমের প্রথম বাণী আজো বিশ্ব মানবের
গন্তব্য নির্ধারণে এক বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

—এইচ জি ওয়েলস

৬৯. বর্তমানের সংসদীয় পদ্ধতি বৌদ্ধধর্ম থেকে ধার করা :

Parliamentary System Borrowed From Buddhism

বিভিন্ন আকারে প্রকারে আইনানুগভাবে গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌথভাবে স্বায়ত্ত শাসিত সরকার গঠনের প্রতি জনগণের আগ্রহ তথা ইচ্ছা খুব সম্ভবতঃ অতীতে যাজক ঠাকুদের শক্তিমত্তা ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের অতীত প্রত্যাখ্যান চিত্রের এক বর্তমান রূপ। সাথে সাথে এই পদ্ধতির “জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সমান” এই নীতিমালাও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে নেয়া হয়েছে মর্মে উদাহরণ দেয়া যায়। প্রাথমিক স্বশাসিত সরকার বা সংস্থা প্রতিনিধিত্ব মূলক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বুদ্ধের সময় পরিচালিত হতো। বৌদ্ধ পুস্তকেই এই উদাহরণের প্রমাণ মিলে। এটা জেনে অনেকে অবাক হয়ে যাবেন যে-ভারতে বৌদ্ধদের সভা-সমিতিতে বা জনসমাগমে আজ থেকে ২৫০০ বছর এবং তারও পূর্বে আমাদের বর্তমান কালের আজকের সংসদীয় পদ্ধতির মূল সূত্রপাত ঘটে।

আমাদের বর্তমানকালের সংসদের ‘মিঃ স্পিকার’ এর মত কোন একজনকে বিশেষ কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করে সমাবেশ বা সভার মান অক্ষুন্ন রাখা হতো। অন্য একজনকে প্রয়োজন মুহূর্তে কোরাম পূরনের দিকে দৃষ্টি রেখে দ্বিতীয় কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করা হতো-যিনি আমাদের বর্তমান সংসদীয় চিফ স্পিকারের অনুরূপ। কোন এক সদস্য তার বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করত, যাহা সকলেই আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। কোন কোন সময় এই কার্যক্রম একবারই শেষ হয়ে যেত, তবে অন্যান্য সময় তিনবার করে এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হতো এবং এই পদ্ধতির আচরন ও ইহাকে অনুসরণের মধ্য দিয়ে একটা বিল তিনবার করে পড়ার মাধ্যমে পাশ হবার আবশ্যিকতা ছিল এবং তার পরেই ইহা আইনে পরিণত হতো। কোন আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা থেমে গেলে এবং উক্ত বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করা হলে, তখন ইহা ব্যালট ভোটের মাধ্যমে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় নির্ধারিত বা নিষ্পত্তি হতো।

-মার্কুইজ অব জেটল্যান্ড,
প্রাক্তন ভাইসরয়, ইন্ডিয়া “লিগেসি অব ইন্ডিয়া”

নৈতিকতা □ MORALITY

৭০. গণতন্ত্র : Democracy

বৌদ্ধধর্ম মূলতঃ একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন যাহা ধর্মে গণতন্ত্র, সমাজে গণতন্ত্র ও রাজনীতিতে গণতন্ত্রকে তুলে ধরেছিল।

-ড. আশ্বেদকর

৭১. নৈতিকতার শীর্ষবিন্দু : Ethical Man of genius

নৈতিকতার জগতে বুদ্ধ সত্যকে চির অম্লান হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি যে শুধু ভারত বর্ষেই নৈতিকতার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন তা নয়,- নীতির আদর্শে তিনি সমগ্র মানব জাতিকেই এগিয়ে দিয়েছেন। এই জগতে যত নীতিবান মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে বুদ্ধ তাঁদের সবার উর্ধ্বে।

-আলবার্ট সুইজার “এ ওয়েস্টার্ন দার্শনিক”

৭২. বিশ্ব সংস্কৃতি : World Culture

মানবজাতির কালানুক্রমিক ঘটনা পন্থিতে আর সব প্রভাব এর চেয়ে বিশ্ব সভ্যতা ও বিশ্ব সংস্কৃতির উন্নতির ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনেক বেশি।

-এইচ.জি. ওলেনস

সহিষ্ণুতা-শান্তি-ভালবাসা

TOLERANCE-PEACE-LOVE

৭৩. শান্তি লাভ করতে হলে : To win Peace

যে প্রশ্নটা অবিচার্যভাবে করা হয় তা হল বর্তমান বিশ্বে বুদ্ধের মহান বাণী কতটুকু ব্যবহার উপযোগী। ইহা ব্যবহার করা হোক বা না হোক আমরা যদি বুদ্ধ মুখনিঃসৃত নীতি-বিধিগুলো মেনে চলি তাহলে বিশ্বে শান্তি ও প্রশান্তি আসতে পারে।

-নেহেরু

৭৪. প্রজ্ঞাই শক্তি-অজ্ঞানতা মানবের শত্রু :

Wisdom is the Sword and Ignorance is the enemy

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দেয়া আগুনে বৌদ্ধ ইতিহাসের কোন পাতা কখনো বিভৎস রূপ ধারণ করেনি, কলংকিত হয়নি; অথবা তাদের দেয়া

অগ্নিধোঁয়ায় কোন বৌদ্ধ শহর অতীতে কোনদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়নি; অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিরাপরাধী লোকের রক্তে কোন জনপদ রঞ্জিতও হয়নি। বৌদ্ধ ধর্ম একটি শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, আর সে শক্তি হল জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। এই ধর্ম একটি মাত্র অপশক্তি বা শত্রুকে চিহ্নিত করেছে তা হল মানুষের অজ্ঞানতা। আর এটাই হল ইতিহাসের মূল সত্য যাকে কখনো বিতর্কিত করা যাবে না।

-প্রফেসর বাপেট, “২৫০০ ইয়ারস অব বুডিজম”

৭৫. কোন নির্ভর বাণী নয় : No unkind word

কস্মিন্‌কালেও ক্রোধাগ্নিতে হননি প্রভু প্রজ্জ্বলিত
মুখ ফসকেও নির্দয় শব্দ হয়নি কভু যার উচ্চারিত।

-ড. এস. রাধাকৃষ্ণন

৭৬. প্রজ্ঞা ও করুণার অনুশীলন :

Practice of wisdom and compassion

দক্ষিণ বাহু অভয় মুদ্রায় উত্তোলিত পবিত্র পদ্মাসনে উপবিষ্ট, করুণাকান্তি, কালজয়ী বুদ্ধ এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, “যদি ভয় দুঃখ আর-কষ্ট থেকে রেহাই পেতে চান, তাহলে প্রজ্ঞা ও করুণার অনুশীলন করুন।

-আনাতোলি ফ্রান্স

৭৭. বৌদ্ধ ধর্মে কোন নির্ধাতন নেই : No persecution

অনেকগুলো শতাব্দীর দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে যেখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা দীর্ঘ সময় ধরে প্রভূত বজায় রেখেছিল তেমন সময়ে অন্য ধর্মের কোন ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তির হাতে নির্যাতিত হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণ নেই।

-প্রফেসর রাইস ডেভিড

বৌদ্ধ ধর্মে মানবের অবস্থান

MAN'S POSITION IN BUDDHISM

৭৮. মানুষ আইন দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে :

Man Gives law to Nature

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের মনকে পরিচালিত করার জন্য মানুষই আইন তৈরি করে প্রকৃতিকে দিয়ে থাকে; মানুষ বিহীন আইনের কোন

মূল্য বা ভূমিকা নেই। এই কথাই আরো অর্থ হতে পারে যে, “মানুষ প্রকৃতি পরিবর্তনের জন্য আইন তৈরী করে যাতে মনে করতে হবে যে, প্রকৃতিই মানুষকে আইন দিয়ে থাকে।

-প্রফেসর কার্ল পারসন

৭৯. মানুষ পূর্ব থেকে তৈরি থাকে না : Man is not ready made
মানুষের হাজার হাজার বছরের সাধনা ও কর্মের প্রতিফলন হিসেবে মানুষের আজকের এই অবস্থান। সে পূর্ব থেকে প্রস্তুত থাকে না। সে এগিয়েছে, আরো এগুচ্ছে। সে তার চিন্তা, চেতনা ধ্যান সাধনা কর্ম দিয়ে তার চরিত্র পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে চলেছে এবং নিত্য অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম।

- ডেন. পিয়দর্শী

৮০. স্বাবলম্বন : Man can stand on his own feet
বৌদ্ধধর্ম মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি জাগ্রত করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলে।

- ডেন. নারদ থের

৮১. মানুষ তার পতনের গতিতে রোধ করতে পারে :
Man Can Cease to be Crushed
প্রকৃতির চির অন্ধ শক্তির চেয়ে মানবের শক্তি অনেক বেশী। প্রকৃতির এই অন্ধ বিধান মানুষের মৃত্যু ঘটায় সত্য হলেও মানুষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বলে তার উঁচু অবস্থানকে ধরে রাখতে সক্ষম। বৌদ্ধ ধর্ম এই সত্যকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম প্রমাণ করে যে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবলে মানুষ নিজেকে পরিচালিত করতে সক্ষম, তার অবস্থান পরিবর্তনেও সক্ষম। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হাত থেকে সে তার পতনকে রোধ করতে পারে এবং সে তার শক্তিকে ব্যবহার করে নিজের স্বত্বকে জাগাতে সক্ষম।

-পাসকেল

আত্মা □ SOUL

৮২. আত্মাতে বিশ্বাসই সকল দুঃখের কারণ :

Belief in soul is the cause at all trouble

আত্মাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে মানুষের চিন্তার জগতে বৌদ্ধধর্ম এক অদ্বিতীয় ভূমিকা রেখেছে। বুদ্ধ বলেন, আত্মা কাল্পনিক, অন্ধ বিশ্বাস, বাস্তবতা বিবর্জিত যা থেকে ‘আমি’ ও ‘আমার’, লোভ তৃষ্ণা, আসক্তি ঘৃণা, সন্দেহ, আত্মগর্ব, অহংকার, অহংবোধ এবং অন্যান্য দোষ, মনোমালিন্য ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি দ্বন্দ্ব থেকে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। এরকম সকল দুঃখের উৎস অন্ধবিশ্বাস। সংক্ষেপে, জগতে সকল মন্দের কারণ মিথ্যা দৃষ্টি।

- ডেন. ড. ডব্লিউ রাহুলা, “হোয়াট দি বুদ্ধ টট”

৮৩. ‘মৃত্যুর পরে জীবন’ কোন অলৌকিক বা রহস্য নয় :

Life after death is not a mystery

মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শুধু মাত্র চিন্তা মুহূর্ত। এই জীবনের চিন্তা চেতনার শেষ মুহূর্তটি এগিয়ে যায় পরবর্তী জীবনের প্রথম চিন্তা মুহূর্তের দিকে, যাহা সত্যিই বলতে হয় যে “জীবন যেন এক প্রবাহ”। এর গতি ধারা যেন একই সিরিজে গাঁথা- এই জীবন ও পরের জীবন পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। এই জীবনেও দেখা যায়-কোন এক চিন্তা মুহূর্ত এগিয়ে নিয়ে যায় পরবর্তী আর এক চিন্তা মুহূর্তে। তাই বৌদ্ধ দর্শন মতে “মৃত্যুর পরে জীবন বড় এক রহস্য নয়। একজন বৌদ্ধ জীবনের এই গতি প্রবাহ নিয়েও কিন্তু কখনো উদ্ভিগ্ন নয়।

- ডেন. ড. ডব্লিউ রাহুলা “হোয়াট দি বুদ্ধ টট”

বৌদ্ধ ধর্ম ও বিজ্ঞান □ BUDDHISM & SCIENCE

৮৪. বৌদ্ধ ধর্ম এবং আধুনিক বিজ্ঞান :

Buddhism and Modern Science.

আমি অনেক বার বলেছি এবং আবারো বলতে চাই যে, “বৌদ্ধ ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের এক গভীর বন্ধন রয়েছে।

-স্যার এডউইন আর্নল্ড

৮৫. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন-এই বৌদ্ধ ধর্ম :

Buddhism copes with Science

যদি কোন ধর্ম আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সমান তালে চলে, তা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম।

-আলবার্ট আইনস্টাইন

৮৬. এক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান : A Spiritual Science

অন্য দিক থেকে দেখা যায়- “বৌদ্ধ ধর্ম হল একটি সাধনা, একটি ধর্ম একটি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান এবং একটি জীবনের দিক নির্দেশনা বা একটি জীবন-দর্শন, যাহা অতি বাস্তব, যুক্তিসঙ্গত এবং সকলেরই অনুসরণীয় ও গ্রহণীয় হতে পারে। বিগত ২৫০০ বছরে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বা অভাব পূরণে এই ধর্ম সক্ষম হয়েছে। অন্যের মতের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে এই ধর্মের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য, ধর্ম, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতিকে ধারণ করে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই ধর্ম পশ্চিমাদের প্রতি আহ্বান জানায়। “মানুষ নিজেই তার বর্তমান জীবনের সৃষ্টিকর্তা এবং সে নিজেই তার গন্তব্যের একমাত্র রূপকার মর্মে এই ধর্ম দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।”

- ক্রিস্টমাস হামপে

৮৭. বিজ্ঞানের শেষেইতো বৌদ্ধ ধর্মের যাত্রা :

Buddhism Begins where Science ends

বিজ্ঞান কোন প্রকার নিরাপত্তা দিতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম আনবিক বোমাকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারে এই কারণে যে, ‘বিজ্ঞান যেখানে থেমে যায়- সেখানেই বৌদ্ধধর্ম ইহার অতি জাগতিক জ্ঞান নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বৌদ্ধ ধর্মের উপরে যার অধ্যয়ন আছে তার কাছে উপরোক্ত মন্তব্য পরিস্কার ও সত্য। ‘বস্তু গঠনে অনু পরমাণুর উপস্থিতির মত বৌদ্ধ ধ্যান সাধনায় ইহা পরিলক্ষিত হয়েছে যে দুঃখ যন্ত্রণার উদয় বিলয় আপনা থেকেই নিজের মাঝে সৃষ্টি হয় যাকে আমরা আত্মা বা আত্মা বলি-যাহা ‘সখ্যা দিতি’ হিসেবে পরিচিত- এবং ইহাই বুদ্ধের শিক্ষা।

- এগারটন সি. বেথ্রীস্ট “সুপ্রীম সায়েন্স অব দি বুদ্ধ”

৮৮. পুরস্কার অথবা শাস্তি নয়, শুধুই কার্য কারণ :

Cause and effect instead of rewards of punishments
বুদ্ধের মতে 'বিশ্বকে সৃষ্টি বা তৈরী করা হয়নি। বৌদ্ধ ধর্ম কর্মে (কম্ম) বিশ্বাস করে যাহা আপন গতিতে কাজ করে- 'কার্য কারণ' পদ্ধতিতে। তাই পুরস্কার বা শাস্তির কথা বৌদ্ধ ধর্ম বলে না।

-জনৈক লেখক

নির্বাণ কি □ WHAT IS NIBBANA

৮৯. ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই মুক্তি লাভ : Salvation without God
পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম বুদ্ধই মুক্তির বারতা ঘোষণা করলেন। ব্যক্তিক ঈশ্বর কিংবা দেব-দেবীর এতটুকুও সাহায্য ব্যতিরেকেই যে কোন ব্যক্তি স্বচেষ্টায় এ মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম। তিনি সবাইকে আত্মনির্ভরতা, সাধুতা, শিষ্টাচার, বোধি, শান্তি ও সর্বজনীন প্রেম ও মৈত্রীর মতবাদকে গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য বেশি জোর দেন, কারণ প্রজ্ঞা ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব।

-প্রফেসর ইলিয়ট, "বুডিজম এন্ড হিন্দুইজম"

৯০. বুদ্ধ এবং মুক্তি : Buddha and the Salvation

বুদ্ধ মুক্তি দাতা নন। কিন্তু তাঁর শিক্ষা "নিজেকে নিজে মুক্ত করার পথের সন্ধান তিনি মানুষকে দিয়েছেন। বুদ্ধ নিজেও নিজেই মুক্ত করেছিলেন। মানুষ তাঁর এই সত্য বাণীকে 'বুদ্ধবাণী' বলে গ্রহণ করেনি, -গ্রহণ করেছিল তাঁর বাণীর সত্যতায় বিমুগ্ধ হয়ে। মানুষ তাঁর বাণীতে জেগে উঠল, নিজেরা নিজেদের তেজস্বীতার আলোকে আলোকিত করল।

-ড. ওল্ডেন বার্গ, একজন জার্মান বৌদ্ধ মনীষী

বিশ্বাস □ BELIEF

৯১. অন্য কোন বিশ্বাস নিশ্চয়োজন :

Buddha dose not demand belief

বুদ্ধ যে শুধুমাত্র প্রজ্ঞার আলো জ্বালিয়েছিলেন তা নয়, তিনি নানা বেশভূষা ও পরিচ্ছেদে আচ্ছাদিত সকল পৌরানিক মানব মানবী ঈশ্বর দেবের উর্ধ্বে উঠে এক স্বচ্ছ জ্ঞান দিয়েছেন যাহা এতই যুক্তিসম্পন্ন বাস্তব ও প্রামানিক সত্য যে- যে কোন ব্যক্তিই এই সত্যকে অতি সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। আর এই কারণেই জ্ঞানের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন বিশ্বাসকে ধারণ করার প্রয়োজন হয় না।

- জর্জ গ্রীম, দি ডকট্রিন অব দি বুদ্ধ

বৌদ্ধ ধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম

BUDDHISM & OTHER RELIGIOUS

৯২. বুদ্ধ পরবর্তী হিন্দু ধর্ম : Post Buddhistic Hinduism

বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মের সমস্ত দর্শনসূত্র বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং নব উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল। কর্ম, পুনঃজন্ম এবং বুদ্ধ পূর্ববর্তী সমস্ত ধ্যান ধারণা সম্পন্ন ভারতীয় দর্শন বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে সমৃদ্ধির শিখরে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

- ড. এস. এম দাশগুপ্ত

৯৩. সার্বজনীন নীতিমালা : Universal Ethics

বুদ্ধ পূর্ববর্তী ভারতীয় কোন জাতি বা ধর্মই সর্বজনগ্রহণীয়, পালনীয়, নীতিমালা সম্পন্ন ধর্ম সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

- ড. এস. এম দাশগুপ্ত

৯৪. বৌদ্ধধর্ম আসলে বৌদ্ধধর্ম : Buddhism is Buddhism

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম নিশ্চয়ই হিন্দুধর্ম কিংবা বৈদিক ধর্ম ছিল না, তথাপি ভারতবর্ষে এগুলোর উত্থান ঘটে এবং তা ভারতবর্ষের জীবন, সংস্কৃতি ও দর্শন এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা ভারতবর্ষের চিন্তা-সংস্কৃতির শতভাগ ফসল তবে কেহই বিশ্বাসে হিন্দু নয়। এমতাবস্থায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি হিসেবে উল্লেখ করে একে কতই না বিপদগামী করছে।

-নেহেরু 'ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া'

৯৫. বুদ্ধের কাছে চিরঋণী : Eternal Debt to The Buddha

আমার সুচিন্তিত মতামত এই যে বুদ্ধের অত্যাৱশ্যকীয় উপদেশাবলী হিন্দুধর্মের পুরোটাকে গঠন করেছে। হিন্দু ভারতের পক্ষে আজ তার গোড়ায় ফিরে আসা ও হিন্দুধর্মে গৌতম যে মহা সংস্কার সাধন করেছে তার পেছনে ফিরে দেখা অসম্ভব। তবে তাঁর অপ্রমেয় ত্যাগ ও মহান আত্মত্যাগ এবং তাঁর জীবনের বিশুদ্ধ উদারতা বলে তিনি হিন্দুধর্মে যে অনপনেয় ছাপ রেখে গেছেন, এজন্য হিন্দুধর্ম এ মহান প্রভুর কাছে চিরঋণী।

-মহাত্মা গান্ধী, “মহাবোধি”

৯৬. বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব : Dominant Creed

পশ্চিমা ধারনায় এটা এমন এক ধর্ম যাহা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, যাহা আত্মার অমরত্ব মতবাদকে ভুল প্রমাণিত করে, যাহা প্রার্থনা ও বলি দানের মাধ্যমে পাপস্খলন প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করে, যাহা মানুষকে তার মুক্তির জন্য কারো সাহায্য প্রার্থী না হয়ে নিজ উদ্যোগে নিজের মুক্তির পথ খুঁজার নির্দেশ দেয়। এটা এমনই এক ধর্ম যার যাত্রাতেই আত্ম পরিশুদ্ধির জন্য কোন মহাশক্তিধরের কাছে বাধ্য বা অনুগত থেকে ঐ প্রতাপশালী শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করেনি, তবুওতো সেই অতীত বিশ্বে সমীহ জাগানোর মতোই এই ধর্ম দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ল এবং পরবর্তীতে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই ধর্মের মাঝে যতই কুসংস্কার প্রবেশ করিয়ে দেয়া হোক না কেন, এখনো পর্যন্ত কিন্তু মানব জাতির এক বিরাট অংশের ধর্ম হলো এই ‘বৌদ্ধধর্ম’।

- টি এইচ হার্সলি

৯৭. পাপ সম্পর্কে বৌদ্ধ ধারণা : Buddhist Idea of Sin

পাপ সংক্রান্তে খ্রীষ্টান মতবাদ থেকে বৌদ্ধ মতবাদ ভিন্ন। পাপকে বৌদ্ধরা অজ্ঞানতার ফল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একজন অসৎ লোক মানেই জ্ঞানহীন লোক। শাস্তি বা নিন্দা জ্ঞাপনে তার কিছু হবে না। তার প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা এবং জ্ঞানের আলো। “সে ঈশ্বরের আদেশ নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে এবং তার জন্য তাকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে”- এই ধরনের বিবেচনার কোন আবশ্যকতা নেই। বরং তার আপন আত্মীয়স্বজনদের কর্তব্য হবে-‘তার মাঝে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে মানবিক পথে ফিরিয়ে আনা’। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা নিবেদনের

মাধ্যমে পাপস্ফালনের প্রচেষ্টায় একজন পাপী তার পাপের ফল এড়িয়ে যেতে পরে মর্মে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন না।

- জন ওয়াল্টার “মাইন্ড এন্ড সেন্টার”

৯৮. দেবতাদেরও মুক্তি দরকার : Gods need salvation

মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম বুদ্ধই জনগণকে সতর্ক, সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আবেদন করেছিলেন তারা যেন কোন প্রাণীকে আঘাত না করে এবং কোন দেবতার উপাসনা, প্রশংসা, বলিদান ও তাদের প্রতি নিজেদের উৎসর্গ না করে। এসব সুন্দর বাচনভঙ্গি দ্বারা পরম মহিমান্বিত বুদ্ধ প্রচন্ডরূপে ঘোষণা করেছিলেন যে দেবতাদের নিজেদের মুক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে।

- প্রফেসর রাইস ডেবিডস

বিশ্ব ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

THE WORLD AND THE UNIVERSE

৯৯. অশান্ত এই বিশ্ব : Unsatisfactory World

এই বিশ্বের উপর বুদ্ধ ক্ষুব্ধ ছিলেন না। তিনি এই বিশ্বকে ‘অশান্ত বিদ্রোহী বিস্কুকের চেয়েও অজ্ঞানতা পূর্ণ, অসুখী ক্ষনস্থায়ী মর্মে জেনেছিলেন। যারা বুদ্ধের বাণীতে সাড়া দেয় নাই, বুদ্ধ তাদের কাউকে দোষ দেননি অথবা তাদের আচরণেও কখনো অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেননি।

- প্রফেসর ইলিয়ট “বুডিজম এন্ড হিন্দুইজম”

১০০. এক মহাযুদ্ধ : A great Battle

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হল এক মহা সমরাজ্ঞ। যুদ্ধ চলছে সর্বত্র। কোন কিছুই স্থায়ী নয়। ভয়ংকর এক রোগের বিরুদ্ধে বৃথা এক যুদ্ধ; পরমাণুর বিরুদ্ধে পরমাণুর, অণুর বিরুদ্ধে অণুর, ইলেকট্রনের বিরুদ্ধে ইলেকট্রনের সর্বদা সর্বত্র যুদ্ধ। মানুষের মনের পর্দাতেও এক বড় যুদ্ধের ছবি বিদ্যমান এবং এই চলমান যুদ্ধের ফলস্বরূপ মানবের রূপ ধারণ, শব্দধারণ এবং ইচ্ছার প্রতিফলন। আর উন্মত্ত যুদ্ধই প্রমাণ করে যে, “চিরশান্তি নামক এক স্থায়ী ঠিকানা ও অবস্থান রয়েছে। যাকে আমরা সবাই ‘নির্বাণ’ বলি”।

- ভেন. নারদ থের “দি বোধিসত্ত্ব আইডিয়াল”